আজ বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে চালু থাকতে পারে বৈদেশিক বাণিজ্য

পুজোয় চারদিন বন্ধ থাকবে আমদানি-রপ্তানি

চ্যাংরাবান্ধা টার্মিনাসে ট্রাকের ভিড়। - সংবাদচিত্র

গৌতম সরকার • চ্যাংরাবান্ধা

১১ অক্টোবর ঃ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শুক্রবার বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ এবং ভুটান-বাংলাদেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য চলবে। এই ছুটির দিনে বাণিজ্যের বিষয়ে ভারত এবং ভুটানের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে সংশয় ছিল। কারণ বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিষয়। অবশেষে সেই সম্মতি মিলেছে। তাই আজ শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে তিন দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

বাণিজ্য মন্থরগতি কীভাবে চাঙ্গা করা যায়, সেবিষয়ে ভারত এবং ভুটানের ব্যবসায়ীদের তরফে ওই দেশের ব্যবসায়ীদের তাঁদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাণিজ্য চালু রাখা যায় কিনা এবিষয়ে প্রস্তাব দেন। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের আমদানিকারকরা তাঁদের দেশের শুল্ক দপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পুলিশ, বাণিজ্যমন্ত্রক সহ বিভিন্ন মহলে জানান। সেখান থেকেও সম্মতি মিলেছে। এর মাঝে নতুন কোনো সমস্যা তৈরি না হলে এদিন এই স্থলবন্দর দিয়ে ভারত এবং ভুটান থেকে যেমন বাংলাদেশে পণ্য পাঠানো হবে তেমনি বাংলাদেশ থেকেও পণ্য ভুটান এবং ভারতে আমদানি করা যাবে। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনই নিশ্চিন্তে থাকতে পারছেন না আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত তিন দেশের ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। তাই প্রক্রিয়াটি চালু না হওয়ার আগে পর্যন্ত এবিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

জানা গিয়েছে, দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ থেকে ১৮ অক্টোবর এই চারদিন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তবন্দর দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ থাকছে। এই অবস্থায় তাই এই শুক্রবার বাংলাদেশের ছুটির দিনে বৈদেশিক বাণিজ্য চললেও তিন দেশের ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হবেন। কারণ বাংলাদেশে রপ্তানির অপেক্ষায় পণ্য নিয়ে আসা অনেক ট্রাক এখনও চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গত প্রায় একমাস ধরে চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ এবং ভুটান-বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি একেবারে তলানিতে নেমে এসেছে। তাই এই অবস্থায় পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিতে ওই দেশের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাণিজ্য করার বিষয়ে এপারের রপ্তানিকারকেরা বাংলাদেশের আমদানিকারকদের জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ বলেন, 'এখন পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, তাতে এই শুক্রবারও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য চলবে। প্রাথমিকভাবে মাসের দ্বিতীয় এবং শেষ শুক্রবার এই বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ওপারের ব্যবসায়ীরা তাঁদের সরকারের সঙ্গে নানা মহলে জানানোর পর সম্মতি মিলেছে বলে বাংলাদেশের আমদানিকারকদের তরফে জানানো হয়েছে।' তাই এদিন বাণিজ্য চালুর বিষয়ে আশাবাদী তিনিও।

পুজো কমিটিকে চেক দিচ্ছেন দিনহাটা থানার আইসি। ছবি ঃ প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহারে পুজোর চেক বিলি

কোচবিহার ও দিনহাটা, ১১ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকারের তরফে ১০ হাজার টাকার চেক পেল জেলার পুজো কমিটিগুলি। পুলিশের উদ্যোগে প্রতিটি এলাকার থানাগুলির তত্ত্বাবধানে ক্লাবগুলিকে চেক তুলে দেওয়া হয়। হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে সাময়িকভাবে এই অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় পর অবশেষে চেক মেলায় খুশি পুজোর উদ্যোক্তারা। পুলিশ জানিয়েছে, যে ক্লাবগুলির রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং যারা অনুমতি নিয়ে পুজোর আয়োজন করেছে, তাদেরই এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডে জানান, বেশ কয়েকদিন থেকেই চেক বিলির প্রক্রিয়া চলছে। বৃহস্পতিবার সেই কাজ সম্পন্ন হল। বৃহস্পতিবার জেলার প্রতিটি থানা এলাকাতেই চেক বিলির কর্মসূচি হয়েছে। কোথাও কনফারেন্স হলে পুজো উদ্যোক্তাদের ডেকে চেক দেওয়া হয়েছে। আবার কোথাও ক্লাবগুলিতেই পৌঁছে গিয়েছেন পুলিশকর্তারা।

এদিন দিনহাটার বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে পুজো কমিটিগুলিকে চেক বিতরণ করা হয়। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত, দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও সৌভিক চন্দ সহ অন্যরা। আইসি সঞ্জয় দত্ত জানান, দিনহাটা শহর ও গ্রাম মিলিয়ে মোট ৯৫টি পুজো কমিটিকে চেক বিতরণ করা হয়। শতাব্দীপ্রাচীন দিনহাটা মহামায়াপাট দুর্গাপুজো কমিটিও এদিন চেক পায়।

উপসমিতি গঠিত

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র কুর্শামারি বাদে বাকি সবক'টিতে বৃহস্পতিবার দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে উপসমিতি গঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে এদিন প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল মাথাভাঙ্গা থানার পক্ষ থেকে। কিন্তু কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে সূত্রের খবর।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে শিক্ষা, শিল্প পরিকাঠামো, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং কৃষি মিলিয়ে চারটি করে উপসমিতি রয়েছে। প্রতিটি উপসমিতিতে দুইজন করে সদস্য মনোনীত হয়েছেন। প্রতিটি উপসমিতি থেকে একজন করে সঞ্চালক হয়েছেন। উপসমিতির সদস্য এবং সঞ্চালক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে বলে শাসকদলের এক নেতা জানিয়েছেন।

যানজট মোকাবিলায় উদ্যোগী পুজো কমিটিগুলি

নিশিগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ ব্যস্ততম রাজ্য সড়কের পাশে নিশিগঞ্জে এবার ৮টি পুজো হচ্ছে। তাই এবার পুজোর দিনগুলিতে ভিড় ও যানজট সামলাতে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি বাড়তি সতর্কতা নিতে হচ্ছে পুজো কমিটিগুলিকে।

কোচবিহার-চ্যাংরাবান্ধা ১২এ রাজ্য সড়কের মাঝে নিশিগঞ্জ অবস্থিত। নিশিগঞ্জ বাজার এলাকায় এবার মোট পুজোর সংখ্যা ১৬ হলেও রাজ্য সড়কের পাশে ৮টি পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্য সড়কের পাশে ২ কিলোমিটারের মধ্যে পুজোগুলি হয়। তাই পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় যেমন উপচে পড়ে এই সড়কে, যান চলাচলের ও বাড়তি চাপ থাকে।

এর মধ্যে নিশিগঞ্জের অন্যতম বড়ো পুজো দীপ্তি সংঘ, নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব, নিশিগঞ্জ ক্লাবের মতো পুজোগুলি এই রাজ্য সড়কের পাশেই অবস্থিত। নিশিগঞ্জ দীপ্তি সংঘের সহসম্পাদক অরিন্দম রায় বলেন, 'এবার পুজোয় আমরা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আদলে প্যান্ডেল করেছি। সেই আকর্ষণে ভিড়ের চাপ থাকবেই সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত। তবে ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকরা যানবাহন ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।' নিশিগঞ্জ মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির এক সদস্যা জানান, পুজোমণ্ডপের সামনে প্রতি বছর সিভিক ভলান্টিয়ার থাকে। আশা করি এবারও কোনো সমস্যা হবে না।

এদিকে, পুলিশ প্রশাসন ও পুজো কমিটির মধ্যে বৈঠকেও যানজট মোকাবিলায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে দুপুরের পর থেকে টোটো বাজার এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। নিশিগঞ্জ ঢোকার মুখে ৫টি রাস্তায় ছোটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পাশাপাশি এ বছরও পুজোর দিনগুলিতে বিকাল থেকে রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে আসা পণ্যবাহী ট্রাক হিন্দুস্থান মোড় দিয়ে জাতীয় সড়কের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। তবে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা থাকবে।

সোনার বাংলা থিমে পুজোর আয়োজন কালপানিতে

ফেশাবাড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ শরৎকালের দুর্গাপুজোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামের যে পুজো কমিটিগুলি পুজোর আয়োজন করে তাদের মধ্যে অন্যতম কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালপানি গঙ্গারহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন দুর্গোৎসব কমিটি। এবছর তাদের পুজো ৪৯ বছর। এবার পুজোর থিম 'সোনার বাংলা'। ১০০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট উঁচু পুজোমণ্ডপে গ্রামবাংলার মাঠ ভরা ফসল ও প্রকৃতির চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে।

এবারের এই পুজোর বাজেট চার লক্ষাধিক। প্রতিবছরের মতো এবারও বিশাল পুজোমণ্ডপ, আকর্ষণীয় প্রতিমা ও নজরকাড়া আলোকসজ্জা থাকছে। এছাড়াও পুজোয় প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুজো কমিটির সদস্য গৌরজিৎ বর্মন, বিক্রম সরকার ও সুশীল বর্মন জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও পুজোর আয়োজনে কোনো খামতি থাকছে না। ষষ্ঠীর দিন দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হবে। সপ্তমীর দিন ডাঃ এ আর ভট্টাচার্য বিনামূল্যে পুজো প্যান্ডেল চত্বরে রোগী দেখবেন। এছাড়াও অষ্টমীর দিন থাকছে বাউল গানের আসর। প্রতিবছরের মতো এবছরও দর্শনার্থীদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠিত নির্বিঘ্নে

শীতলকুচি, ১১ অক্টোবর ঃ মাথাভাঙ্গা মহকুমার ৩টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে একমাত্র শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন হল বৃহস্পতিবার। শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থ উপসমিতি বাদে বাকি ৯টি স্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। তবে স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন আগামী ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ফলে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে কারা বসছেন তা জানতে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এদিনের সভায় শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত ২৪ জন সদস্য ছাড়াও সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, বিধায়ক হিতেন বর্মন, শীতলকুচি ব্লকের ৩ জন জেলাপরিষদ সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা হাজির ছিলেন। স্থায়ী সমিতি গঠন অনুষ্ঠানে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচির বিডিও ডব্লিউ ডি ভুটিয়া। তিনি বলেন, এদিন নির্বিঘ্নেই স্থায়ী সমিতি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এদিন শীতলকুচি বিডিও অফিস চত্বরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অমিত বিশ্বাস। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে এদিন শীতলকুচি বিডিও অফিস চত্বরে মোতায়েন ছিল পুলিশবাহিনী।

এদিকে, শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলির গঠন প্রক্রিয়া এদিন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও ঝুলে রইল মহকুমার অপর দুই পঞ্চায়েত সমিতি মাথাভাঙ্গা-১ ও ২ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলির গঠন প্রক্রিয়া। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ও প্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া আদালতের বিবেচনাধীন থাকায় দুটি পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন প্রক্রিয়াও ঝুলে রইল। কারণ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।

এদিকে, এদিন কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত বাদে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বাকি ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত বাদে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বাকি ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠিত হল বৃহস্পতিবার। আগামী ১৩ অক্টোবর শনিবার শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠন হবে বলে জানান শীতলকুচির বিডিও ডব্লিউ ডি ভুটিয়া।

বড় আটিয়াবাড়িতে বিদ্যুতের সাবস্টেশন। ছবি ঃ পার্থসারথি রায়

পুজোয় লোডশেডিংয়ের শঙ্কা, নিরুপায় বিদ্যুৎ দপ্তর

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর ঃ দুর্গোৎসবকে সার্থক করে তুলতে দিনহাটার পুজো কমিটিগুলির এখন শেষ পর্যায়ের ব্যস্ততা চলছে। সাধারণ মানুষও পুজোর আনন্দে কেনাকাটায় ব্যস্ত। কিন্তু এই আনন্দের মাঝে বিষাদের ছায়া ফেলতে চলেছে লোডশেডিং। পুজোর দিনগুলিতেও লোডশেডিং থাকছে বলে পরিষ্কার জানাল মহকুমা বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃপক্ষ।

বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটার বড় আটিয়াবাড়িতে অবস্থিত সাবস্টেশন থেকে পুরো দিনহাটা-১ ব্লক সহ দিনহাটা-২ ব্লকের বেশকিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে ৩৩,০০০ ভোল্টের লাইন দিয়ে ঘুঘুমারি থেকে বড় আটিয়াবাড়ি সাবস্টেশনে বিদ্যুৎ পৌঁছায়। কিন্তু দিনের পর দিন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ওই সাবস্টেশন থেকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছে না বিদ্যুৎ দপ্তর। ঘনঘন লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণে বিভিন্ন এলাকার গ্রাহকরা কখনও পথ অবরোধ, আবার কখনও দপ্তরের অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ দপ্তর সাবস্টেশনের আধুনিকীকরণ করে। ঘুঘুমারি থেকে ১,৩২,০০০ ভোল্টের টাওয়ার লাইন বিস্তারের কাজ শুরু করে দপ্তর। কিন্তু সাবস্টেশন সংলগ্ন একটি জায়গা সহ ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীরবাজার এলাকায় ৮-১০টি বাড়ির উপর দিয়ে লাইন টানতে বাধার মুখে পড়ে বিদ্যুৎ দপ্তর। এর ফলে লাইন বিস্তারের কাজ আটকে রয়েছে। কাজেই পুজোর আগে থেকে বিভিন্ন এলাকায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্য থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না বলে মহকুমা বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তর কর্তৃপক্ষ জানায়। দিনহাটা বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের টেকনোলজি ইনচার্জ বিনয়কৃষ্ণ আধিকারী বলেন, 'দুটি জায়গায় জমির উপর ছাড়পত্র পেতে জমির মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করেও লাভ হয়নি। এক্ষেত্রে সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।'

ঘুঘুমারি থেকে সাবস্টেশন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের ৩৩,০০০ ভোল্টের মূল লাইনটি অনেক পুরোনো হওয়ায় পুজোতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ কোনোভাবেই সরবরাহ করা সম্ভব নয় বলে বিনয়বাবু জানান।

ব্যাংকের বিরুদ্ধে আন্দোলন

বলরামপুরে ব্যাংকের সামনে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ। ছবি ঃ তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১১ অক্টোবর ঃ পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানির অভিযোগ তুলে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বলরামপুর শাখার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামল বলরামপুর-১ ও ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। বৃহস্পতিবার সকালে সংশ্লিষ্ট শাখার সামনে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি শাখা প্রবন্ধককে দশ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেন তৃণমূল নেতারা। আন্দোলনকারীদের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা বলরামপুর-১ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি কুমার নীরেন্দ্রনারায়ণ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এই শাখায় পরিসেবা পেতে সাধারণ মানুষ হয়রানির মুখে পড়েছেন। জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা কেটে নিচ্ছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ফলে সমস্যায় পড়ছেন ১০০ দিনের শ্রমিক, বিধবাভাতা ও বার্ধক্যভাতা প্রাপকরা। এর পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকে পাসবই আপডেট করার মেশিন বিকল হয়ে পড়ায় গ্রাহকদের ভোগান্তি বেড়েছে। সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে ব্যবস্থা গৃহীত না হলে সমস্ত গ্রাহকদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।'

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ স্মারকলিপির প্রাপ্তিস্বীকার করে দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছে।

লাভের আশায় দুর্গার কাছে প্রার্থনা জানাবেন চাষিরা

দেওয়ানহাট, ১১ অক্টোবর ঃ মাঝে আর কয়েকটা দিন। তারপর কৈলাস থেকে পাঁচদিনের জন্য পিতৃগৃহে আসবেন দেবী দুর্গা। এই কটা দিন আন্তরিক নিষ্ঠাসহকারে তাঁর আরাধনায় মেতে উঠবে গোটা বঙ্গ। আগামী দিনগুলির সমৃদ্ধির জন্য সকলেই প্রার্থনা জানাবে তাঁর চরণে। গ্রামবাংলার কৃষিনির্ভর মানুষগুলিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়। নিত্যদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও সুখের নাগাল না পাওয়া কৃষকসমাজ সংকটমুক্তির জন্য এবছর দেবী দুর্গার কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাতে চায়।

কোচবিহার জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করে রুটিরুজির সংস্থান এখন অত্যন্ত কঠিন। একদিকে রাসায়নিক সার, কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে প্রতিযোগিতা। সেই তুলনায় বিভিন্ন কৃষিদ্রব্যের বাজারদর সময়ের সঙ্গে বাড়েনি। ফলে কখনও লোকসান, আবার কখনও বা কম দামে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করেই দিনযাপন করতে হচ্ছে কৃষকদের। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের দুর্দশা। গত বছর অতিবর্ষণে জেলার বিস্তীর্ণ অংশে আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যে ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই গত রবি মরশুমে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি হয় ভুট্টাচাষের। অন্য বছরের তুলনায় আলুর চাষ কম হলেও পাইকারদের কৌশলে উৎপাদিত আলু বিক্রি করে খুব বেশি লাভ হয়নি চাষিদের। বেড়েছে আর্থিক দুরবস্থা।

প্রথাগত কৃষিক্ষেত্রে সংকটের মাঝেই গত খরিফ ও রবি মরশুমে ফসলের ক্ষতি বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের। এরই মাঝে এ বছরের আমনের চাষ আশা দেখাচ্ছে তাঁদের। হালকা বৃষ্টির প্রয়োজন থাকলেও মোটের উপর আমনের চাষ এবছর মন্দ নয়। সবকিছু ঠিক থাকলে উৎপাদিত আমন ধান বাজারজাত করে আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটিয়ে ফেলার আশায় কৃষকরা। কিন্তু এরই মাঝে তাঁদের আশঙ্কা, ফের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমনের চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তো! ফের লোকসানের বোঝা মাথায় নিতে হবে না তো!

জনৈক কৃষক উপেন দাস, কৃষ্ণ রাউত, অনিল বর্মন ও সুজিত দাস বলেন, এই আশঙ্কাকে মিথ্যা করে লাভের মুখ দেখতে দেবী দুর্গার কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা করব। এর আগেও বিভিন্ন সংকটে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি।

রাজরীতি মেনে পুজো রানিরহাটে

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর ঃ কোচবিহার জেলার রাজ আমলের প্রাচীন দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম দিনহাটা মহকুমার রানিরহাট দুর্গাপুজো কমিটির পুজো। এবছর এই পুজোর ২৭২ বছর।

শুরুটা হয়েছিল প্রায় তিনশো বছর আগে ১১৫৪ বঙ্গাব্দে তৎকালীন স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যে। বলা হয়, তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের রানি ও রাজা একবার বনজঙ্গল অধ্যুষিত এই স্থানে শিকার করতে এসে মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান। এরপর এখানে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। রানির নির্দেশে মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় বনজঙ্গল কেটে শুরু হয় বসবাস। মন্দির ও সংলগ্ন মাঠ চত্বরে নিয়মিত হাট বসা শুরু হয়। সেইসময় থেকেই এলাকার নাম হয় রানিরহাট। নিয়ম করে প্রতিবছর পুজোও হয়। প্রথমদিকে রাজ পরিবারের সদস্যরা যুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে পুজোর দায়িত্ব গ্রামবাসীদের কাঁধে এসে পড়ে। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা সুশেন বর্মন ও শ্যামল ধর বলেন, ছোটো থেকেই পুজো দেখে আসছি। বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছি রাজ আমল থেকেই ঐতিহ্য ও নিষ্ঠা বজায় রেখে পুজো হয়। গোটা কোচবিহার জেলার নিরিখে কোচবিহারের দেবীবাড়ি, দিনহাটার মহামায়াপাটের পুজোর পর এটাই প্রাচীনতম পুজো।

মন্দিরের পুরোহিত বাবলু দেবশর্মা বলেন, 'কয়েক পুরুষ ধরে বংশপরম্পরায় আমরা এই পুজো করে আসছি। প্রাচীন রীতি মেনে মহালয়ায় দেবীর ঘট স্থাপন করে ষষ্ঠী থেকে একাদশী পর্যন্ত মায়ের পুজো অনুষ্ঠিত হয়। নবমীতে পায়েস ও অষ্টমীতে খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়। তবে দশমী তিথিতে মায়ের বিসর্জন দেওয়া হয় না। প্রতি বছর মহালয়া তিথিতে গত বছরের দেবীপ্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়ে থাকে।' রাজ আমলে রানিরহাট ও সংলগ্ন এলাকায় বাঘ ও হিংস্র পশুদের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। মা দুর্গা তাঁদের সেই পশুদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবেন- এই বিশ্বাস থেকেই প্রতিমা বিসর্জন হয় না বলে লোকমুখে প্রচলিত।

রানিরহাট দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক ভানু রায় এবং অন্য সদস্য শিবচরণ দাস, জয়ন্ত বর্মন, মদন দাস ও পঙ্কজ বর্মন জানান, রাজ আমলে ছোটো মন্দিরে পুজো হলেও এখন স্থায়ী পাকা মন্দির রয়েছে। পুজোর চারদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং একাদশী তিথিতে বিশাল একাদশী মেলার আয়োজন করা হয়।

পুজো ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি

সিতাই, ১১ অক্টোবর ঃ বরাবরের মতো এবারেও সিতাই ব্লকের বিভিন্ন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর বিশেষ আয়োজন ব্যস্ত। দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার সমস্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর ব্লকে মোট ১০টি পুজো কমিটিকে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিসর্জনের ঘাট নির্মাণ, সিতাইহাট সহ বিভিন্ন প্রধান রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন কড়া নজর দিয়েছে। ইতিমধ্যেই সিতাই থানার পুলিশ ব্লকের আইএনটিটিইউসি পরিচালিত বেসরকারি পরিবহণ সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যানবাহন চলাচলের রুটম্যাপ করেছে। দশমীতে ব্লকের বিভিন্ন প্রতিমা বিসর্জনের জন্য গিরিধারী সেতু সংলগ্ন নদীর পাড়ে ঘাট নির্মাণ করা হচ্ছে। এবিষয়ে সিতাই থানার আইসি দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দর্শনার্থীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন, সেজন্য যথেষ্ট পুলিশ মোতায়েন রাখা হচ্ছে।' বিডিও অমিতকুমার মণ্ডল জানান, উৎসবকে ঘিরে ব্লকে কোথাও যাতে শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, প্রশাসনিকভাবে সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

নিশিগঞ্জে সম্প্রীতির পুজো

নিশিগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ নিশিগঞ্জের দুটি পুজোর মূল ভিত্তি সম্প্রীতি। পাশাপাশি পাড়ায় দুটো ক্লাব। ন্যাশনাল ক্লাব ও যুব সংঘ। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বাস করে। ইদের অনুষ্ঠানে যেমন সবাই এক হয়ে সেমাই খেতে যান, তেমনি পুজোর চাঁদা তোলা থেকে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় একসঙ্গে পুজোর আনন্দে মাতেন দুই ধর্মের মানুষ। নিশিগঞ্জ যুব সংঘের পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ বাপ্পা রহমান। আবার নিশিগঞ্জ ন্যাশনাল ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ মান্নান মিয়াঁ। 'ধর্ম যার যার, শারদ উৎসব সবার'-এই বার্তাই যেন বাস্তবে তুলে ধরছে এই দুই পুজো কমিটি। নিশিগঞ্জ ন্যাশনাল ক্লাবের পুজো কমিটির সম্পাদক জীবন চৌহান বলেন, 'চাঁদা তোলা থেকে পুজোর আয়োজন- সব আমরা একসঙ্গে করি। ত্রিপুরায় একটি মন্দিরের আদলে এবারের মণ্ডপসজ্জা হচ্ছে। থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। এক পাড়ায় হিন্দু-মুসলমান সবাই বসবাস করি। ইদ-দুর্গাপুজো দুটো উৎসবে আমরা একসঙ্গে আনন্দ করি।'

নিশিগঞ্জ যুব ইউনিটের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় কালোয়ার বলেন, 'শুধু কোষাধ্যক্ষ নয়, আরও ৪-৫ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বন্ধু পুজো কমিটির সদস্য।'

নজরে খবর

শিশুপুত্রকে খুন

পুণ্ডিবাড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ বুধবার রাতে পুণ্ডিবাড়ি থানার বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালজানিতে কার্তিক বর্মন নামে এক ব্যক্তি নিজের ৭ বছরের শিশুপুত্রকে খুন করে ঘরে খাটের তলায় ফেলে রাখেন। কার্তিক গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে পুত্র সঞ্জয়কে খুন করেন। পরে নিজেই থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পারিবারিক অশান্তির কারণেই তিনি নিজের শিশুপুত্রকে খুন করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে পাঠায়।

বৃদ্ধাকে সাহায্য

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ ফের চাল, ডল সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী সাহায্য পেলেন ফুলবালা বর্মন নামে ৯১ বছরের অসহায় বৃদ্ধা। তাঁর বাড়ি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটা এলাকায়। এবার তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভাস্বতী রায় নামে এমফিল পাঠরত এক ছাত্রী। বৃহস্পতিবার বৃদ্ধার বাড়িতে এসে তাঁর হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন ওই ছাত্রী। সাহায্য পেয়ে খুশি হয়েছেন বৃদ্ধাও।

তুলসী সচেতনতা

তুফানগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ তুলসী চারা বিতরণ এবং তার উপকারিতা নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ভেলাপেটা স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলে ডঃ দেবব্রত তা, অনুষ্ঠানের আয়োজক ডঃ বাসবকান্তি দিন্দা, কবি কমলেশ সরকার প্রমুখ। শিবির থেকে তুলসী গাছের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১০০ প্রতিনিধির হাতে ৫টি করে তুলসী চারা তুলে দেওয়া হয় এদিন।

অনুষ্ঠানের প্রচার

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ আগামী ১০ নভেম্বর সন্তানদলের প্রতিষ্ঠাতা বালক ব্রহ্মচারীর ৯১তম জন্মদিবস পালিত হচ্ছে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার মারুগঞ্জ-মরাডাঙ্গাস্থিত বেদ-অভেদ ধামে। সেখানে দীর্ঘ ৬ বছর ধরে একটানা অখণ্ড মহানাম কীর্তন চলছে। ঠাকুরের জন্মদিবসকে সফল করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই জোরদার প্রচার শুরু হয়েছে মাথাভাঙ্গা মহকুমা সহ গোটা উত্তরবঙ্গে। চলছে খুলি বৈঠক, কর্মীসভা সহ লিফলেট প্রচারও। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা মহকুমার একাধিক স্থানে কর্মীসভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

বস্ত্র বিতরণ

দেওয়ানহাট, ১১ অক্টোবর ঃ কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হল। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৩৭৫ জনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

সম্মেলন

হলদিবাড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। দলের উদ্যোগে এদিন হুদুমডাঙ্গা সেবা আশ্রমে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সিংহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমলকুমার রায়, লোকাল কমিটির সভাপতি শ্যামল দাস প্রমুখ। এদিনের সম্মেলন থেকে ১৩ জন সদস্যযুক্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়।

পথনাটিকা

নয়ারহাট, ১১ অক্টোবর ঃ পুষ্টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পথনাটিকা করা হচ্ছে। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের সংগীত ও নাটক বিভাগের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় ব্লকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। চলবে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউ গোঁসাইরহাট বাজার, হাজরাহাট বাজার এবং বৈরাগীরহাট বাজারে এই পথনাটিকা পরিবেশিত হয়েছে।

মহিলা সম্মেলন

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ কোচবিহার জেলার প্রত্যেকটি ব্লকে মহিলা সম্মেলন করবে জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কমিটি। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা কোর কমিটির সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।

সাফাই অভিযান

ফুলবাড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি পুরানো বাজারের ব্যবসায়ীরা সাফাই অভিযান করলেন বৃহস্পতিবার। মেন রোড, সবজি বাজার ও তার দক্ষিণ অংশ, মাছ, মাংস, ধান বাজার সহ গোটা চত্বরে এদিন সাফাই অভিযান চলে।

প্রশিক্ষণ শিবির

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ অক্টোবর ঃ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা করণের আতমা প্রকল্পের সৌজন্যে এবং ন্যাশনাল এগ্রি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন-এর পরিচালনায় গুমানীহাট কৃষি মান্ডিতে অবস্থিত খনা কৃষি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে দুইদিনব্যাপী ফুড প্রোসেসিং-এর উপর প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল বৃহস্পতিবার। শিবিরে অংশ নেয় ৮টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী।

পরামর্শদান শিবির

মেখলিগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ মেখলিগঞ্জ কলেজে চলছে তিনদিনের মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শদান শিবির। মেখলিগঞ্জ কলেজ এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার এই শিবিরের সূচনা হয়। শিবিরে কলেজের ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। শিবিরের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনায় অনেকে অংশগ্রহণ করে।